৪৪.৩ মানবাধিকারের ধারণা (Concept of Human Rights)

আন্তর্জাতিক সনদের ভাষ্য অনুযায়ী মানবাধিকার বলতে সংবিধানগতভাবে সকলের আত্মমর্যাদা নিয়ে জীবন ধারণের অধিকার, স্বাধীনভাবে বাঁচার অধিকার এবং সকলের সমানাধিকার বোঝায় (Human Rights means the rights relating to life, liberty, equality and dignity of the individual granted by the constitution or embodied in the International Covenants.'')।

জন্মগতভাবে সকল মানুষেরই অধিকার ও মর্যাদা সমান। এ হল বিশেষ ধরনের এক নৈতিক অধিকার। মনুষ্যত্বের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে এই অধিকার সকল মানুষের মধ্যে বর্তমান। এই অধিকারকে কেড়ে নেওয়া যায় না। এই সমস্ত অধিকারের সুস্পষ্ট ও লিপিবদ্ধ রূপ অধুনা মানবাধিকার হিসাবে পরিচিতি লাভ করেছে। এই সমস্ত অধিকার অধুনা আইনানুমোদিত অধিকার হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করেছে। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে আইন প্রণয়নের প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এই অধিকারগুলি আইনি অনুমোদন লাভ করেছে। সুতরাং বর্তমানে মানবাধিকার হল আইনি অধিকার। শাসিতের সম্মতিই হল এ অধিকারের ভিত্তি। যাদের জন্য এই সমস্ত অধিকার তাদের সম্মতিই হল মানবাধিকারের ভিত্তি। অধুনা মানবাধিকার বলতে সাধারণভাবে মানবজাতির অন্তর্ভুক্ত সকলের মর্যাদা ও সাম্যের মূল্যবোধকে বোঝায়। প্রায় সকল সংস্কৃতি ও সভ্যতার মধ্যে এবং ধর্মীয় ও দার্শনিক ঐতিহ্যের মধ্যে সকলের সংশ্লিষ্ট মর্যাদা সাম্যের মূল্যবোধ ও অন্যান্য আরো অনেক মূলনীতি বর্তমান।

বর্তমানে সামাজিক ও রাজনীতিক ক্রিয়াকারী গোষ্ঠীসমূহ 'মানবাধিকার' কথাটি অহরহ ব্যবহার করে। মানবাধিকার ব্যক্তি-মানুষের অধিকার। এই অধিকার স্বাভাবিক এবং আমাদের প্রকৃতির মধ্যেই বর্তমান। এই সমস্ত অধিকার ব্যতিরেকে আমরা মানুষ হিসাবে বেঁচে থাকতে পারি না। ঘনশ্যাম শা (Ghanshyam Shah) তাঁর *Social Movements in India* শীর্ষক গ্রন্থে বলেছেন : ''The term 'human rights' is now frequently used...in the context of the rights of an individual which are 'natural', inherent in our nature 'and without which we cannot live as human beings.'' মানবাধিকারসমূহকে সাধারণত পৌর ও গণতান্ত্রিক অধিকারসমূহের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। কালের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে এই সমস্ত অধিকার বিবিধ দার্শনিক ভিত্তি লাভ করেছে। মানবাধিকার রাষ্ট্রের দ্বারা লঙ্ঘিত হওয়া উচিত নয়। রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের হস্তক্ষেপ থেকে মানবাধিকার সংরক্ষণের ব্যবস্থা থাকা দরকার। আবার বিড়ম্বনার বিষয় হল এই যে, মানবাধিকার সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণের দায়িত্ব রাষ্ট্রেরই গ্রহণ করা দরকার।

বিভিন্ন সময়ে ও বিভিন্ন প্রেক্ষিতে মানবাধিকারের অর্থের ক্ষেত্রে পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। মানবাধিকারের ধারণা ও প্রকৃতি প্রসঙ্গে রাষ্ট্রদার্শনিক ও আইনবিদ্‌দের মধ্যে ব্যাপক বিতর্ক বর্তমান। যারা রক্ষণশীল ও স্থিতাবস্থা সংরক্ষণের পক্ষপাতী, তাদের কাছে ধর্মের অন্তর্ভুক্ত অধিকারসমূহ মানবাধিকারের অন্তর্গত। এই ধর্ম ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকারকে অনুমোদন করে। দাসপ্রথা ও দাস-শ্রমিক ব্যবস্থা এই অধিকারের অন্তর্ভুক্ত। আবার উদারনীতিবাদী ও বামপন্থী চিন্তাবিদ্‌দের কাছে মানবাধিকারের অর্থ আলাদা। তাঁরা মানবাধিকার হিসাবে মূলত 'সাম্য' এবং সকলের মর্যাদা ও জীবন ধারণের উপর গুরুত্ব আরোপের পক্ষপাতী।

মানবাধিকার বলতে সেই সমস্ত অধিকারকে বোঝায় যা মানুষ হিসাবে জন্মগ্রহণ করার কারণে পৃথিবীর যে কোন প্রান্তের নারী-পুরুষ পাওয়ার হকদার। সুতরাং মানবাধিকার হল বিশ্বজনীন প্রকৃতির। জাতীয়তা, জাতিসত্তা, বংশ, বর্ণ, সম্প্রদায় প্রভৃতি নির্বিশেষে সকল স্ত্রী-পুরুষ ও ছেলেমেয়েদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। মানবাধিকার হল মানুষের অধিকার। বর্তমান বিশ্বের অসাম্য-বৈষম্যের বাস্তবতার পরিপ্রেক্ষিতে মানবাধিকার বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক। বাস্তব জীবনের ব্যবহারিক ক্ষেত্রে বিদ্যমান বৈষম্যের ব্যাপারে মানবাধিকার বিশেষভাবে বিজড়িত ও উদ্বিগ্ন। মৌলিক অধিকার এ বিষয়ে অতটা সংশ্লিষ্ট নয়। মৌলিক অধিকার অধিকতর আদর্শমূলক। বাস্তবে মৌলিক অধিকার প্রাপ্তিসাধ্য করে প্রণয়নের জন্য উপযুক্ত পরিস্থিতি-পরিমণ্ডল প্রয়োজন। বিষয়টির

ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলা যায় যে, ভারতে নাগরিকদের সাম্য, স্বাধীনতা, শাসনতান্ত্রিক প্রতিবিধান প্রভৃতি মৌলিক অধিকার প্রদান করা হয়েছে। কিন্তু এই সমস্ত মৌলিক অধিকারের ভোগ বেঁচে থাকার ও ন্যূনতম নাগরিক জীবন যাপনের জন্য মূল কিছু মানবাধিকার পাওয়া-না-পাওয়ার আনুষঙ্গিক বা সাপেক্ষ। প্রত্যেক মানুষকে প্রথমে ক্ষুধা ও অপুষ্টি থেকে মুক্তি দিতে হবে এবং খাদ্য, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা, চাকরি ও জীবিকা, আবাসন, পানীয় জল প্রভৃতি পৌর পরিষেবাসমূহের নিশ্চয়তা দিতে হবে। তা ছাড়া সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনধারায় অংশগ্রহণের সুযোগ সকলের থাকবে। উপজাতীয় মানবগোষ্ঠী, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, প্রতিবন্ধী এবং সমাজের দরিদ্র ও বঞ্চিতদের জন্য মানুষ হিসাবে প্রয়োজনীয় খাদ্য, পানীয়, স্বাস্থ্য পরিষেবা ও প্রয়োজনীয় সামাজিক নিরাপত্তাসমূহ প্রদান করা প্রয়োজন। একবিংশ শতাব্দীতে উপনীত হয়ে এ বিষয়টি নিশ্চিত করা দরকার যে প্রত্যেক মানুষ যুক্তিসঙ্গতভাবে ন্যূনতম জীবনযাত্রার মান নির্বাহের সুযোগ পায়।

ভারতীয় সংবিধানের তৃতীয় অধ্যায়ে ছ'টি মৌলিক অধিকারের উল্লেখ আছে। সংবিধানের চতুর্থ অধ্যায়ে রাষ্ট্রপরিচালনার ক্ষেত্রে নির্দেশমূলক নীতিসমূহের উল্লেখ আছে। কতকগুলি নির্দেশমূলক নীতি ভবিষ্যতে মৌলিক অধিকারের মর্যাদা পাওয়ার সম্ভাবনাসম্পন্ন। অধিকাংশ দেশের সংবিধানেই নাগরিকদের জন্য আদালতে বলবৎযোগ্য মৌলিক অধিকারসমূহের উল্লেখ আছে। ঐ সমস্ত মৌলিক অধিকার হল মানবাধিকার। কিন্তু মানবাধিকারকে মৌলিক অধিকার হিসাবে ঘোষণা করা হয়নি।

১৯৯৩ সালে ভারতে মানবাধিকারের সংরক্ষণ সম্পর্কিত আইন (Protection of Human Rights Act, 1993) প্রণীত হয়। তদনুসারে মানবাধিকার বলতে জীবন, স্বাধীনতা, সাম্য ও ব্যক্তির মর্যাদা সম্পর্কিত অধিকারসমূহকে বোঝায়। এই অধিকারগুলি সংবিধানে স্বীকৃত বা আন্তর্জাতিক সনদের অন্তর্ভুক্ত এবং ভারতে আদালত কর্তৃক বলবৎযোগ্য। ভারতীয় সংবিধানের তৃতীয় অধ্যায়ে মৌলিক অধিকারসমূহের মধ্যে আছে সাম্যের অধিকার, স্বাধীনতার অধিকার, ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার, শোষণের বিরুদ্ধে অধিকার, শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক অধিকার প্রভৃতি। চতুর্থ অধ্যায়ের নির্দেশমূলক নীতিগুলি আর্থ-সামাজিক অধিকার সম্পর্কিত। নির্দেশমূলক নীতিসমূহের মধ্যে শিক্ষার, সমান মজুরীর, ব্যক্তির মর্যাদার আইনমূলক সমানাধিকার প্রভৃতি অধিকারের কথা আছে। মৌলিক অধিকারসমূহ আদালতে বলবৎযোগ্য, নির্দেশমূলক নীতিগুলি আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে মূল নীতি স্বরূপ। সংবিধানের তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়ে বহু ও বিভিন্ন পৌর ও গণতান্ত্রিক অধিকারসমূহ অন্তর্ভুক্ত আছে।

সুপ্রীমকোর্টের বিচারপতি ভাগবতী (P. N. Bhagwati) সংবিধানের ২১ ধারার পরিধিকে প্রসারিত করেছেন। খাদ্য, পরিধেয় ও আবাসনের অধিকার জীবনের অধিকারের অন্তর্ভুক্ত [''We think that the right to life includes the rights to live with dignity and all that goes along with it; namely, the necessities such as adequate nutrition, clothing and shelter.'']।

মানুষের অধিকারের পরিধির প্রসার এবং অধিকার সংরক্ষণের ধারণা কালক্রমে লিখিতভাবে বিধিবদ্ধ হয়েছে। অধিকারসমূহের লিখিত বিধানে রূপান্তরিত হওয়ার সমগ্র প্রক্রিয়াটি ধাপে ধাপে অগ্রবর্তী হয়েছে। কতকগুলি প্রধান ধাপ এ ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। এই ধাপগুলি হল ১২১৫ সালের ইংল্যাণ্ডের ম্যাগনা কার্টা বা মহাসনদ, ১৬২৮ সালের অধিকারের দাবি সনদ, ১৬৮৯ সালের অধিকারের বিল প্রভৃতি। স্বাভাবিক আইনের মৌলিক ধারণাসমূহ স্বাভাবিক অধিকার হিসাবে আইনানুমোদিত অধিকারের স্বীকৃতি ও মর্যাদা লাভ করে অষ্টাদশ শতাব্দীতে। এবং এ রকম সময়েই বিভিন্ন জাতি-রাষ্ট্রের সংবিধানে সংশ্লিষ্ট অধিকারসমূহ লিখিত বিধানে রূপান্তরিত হয়। তারফলে রাষ্ট্র ও ব্যক্তির মধ্যে এক ধরনের চুক্তিমূলক সম্পর্কের সৃষ্টি হয়। এই ধারণা ক্রমশ জোরদার হল যে, রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার উৎস হল স্বাধীন মানুষের সম্মতি। পরবর্তীকালে এই ধারণার ভিত্তিতে ফ্রান্সে দেশের মানুষ ও নাগরিকদের অধিকার ঘোষিত হয়েছে (১৭৮৯); মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অধিকারের বিল ঘোষিত হয়েছে (১৭৯১)।

১৯৪৮ সালে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ মানবাধিকারের একটি তালিকা ঘোষণা করে। মানবাধিকারের এই তালিকা অধিকতর সমৃদ্ধ হয়েছে মানবাধিকার সম্পর্কিত ১৯৯৩ সালের ভিয়েনা ঘোষণা এবং ১৯৯৫ সালের কোপেনহেগেনের ঘোষণার মাধ্যমে। মানবাধিকারের মান-মাত্রা ও অধিকতর প্রসারিত হয়েছে আরো কিছু সম্মেলনের সুবাদে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য সম্মেলনগুলি হল : ১৯৯০ সালে নিউইয়র্কে অনুষ্ঠিত শিশুদের জন্য বিশ্ব শীর্ষ সম্মেলন; ১৯৯২ সালে রিও (Rio)-তে অনুষ্ঠিত পরিবেশ ও উন্নয়নের উপর সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের আলোচনাসভা; ১৯৯৪ সালে কাইরো (Cairo)-তে অনুষ্ঠিত জনসংখ্যা ও উন্নয়নের উপর আন্তর্জাতিক আলোচনা সভা প্রভৃতি। এই সমস্ত ঘোষণার মূল কথা হল সকল মানুষের সামাজিক উন্নয়নের ব্যাপারে জাতীয় সরকারসমূহকে অঙ্গীকারবদ্ধ হতে হবে। জাতি-রাষ্ট্রগুলিকে নিজেদের সংবিধানে মানবাধিকারসমূহ সংযুক্ত করতে হবে এবং মানবাধিকারগুলিকে আদালতে বলবৎযোগ্য করতে হবে।

উনবিংশ শতাব্দীতে স্বাধীনতাপ্রাপ্ত অনেক রাষ্ট্রই জাতীয় সংবিধানে উপরিউক্ত নীতিগ্রহণ করে এবং সামাজিক ও আর্থনীতিক অধিকার স্বীকার ও সমর্থন করে। এইভাবে বিভিন্ন দেশের সংবিধানে মানবাধিকার স্বীকৃত ও সংরক্ষিত হয়। এতদ্‌সত্ত্বেও মানবাধিকার লঙ্ঘিত হওয়ার ঘটনা ঘটে; এমন কি মর্জিমাফিক আইন করেও মানবাধিকারকে বাতিল করার ঘটনাও ঘটে। আবার আনুষ্ঠানিক প্রক্রিয়া ছাড়াই নানা রকম সামাজিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমেও মানবাধিকার বিরোধী ঘটনা ঘটে। সর্বোপরি মানবাধিকারের আইনি অনুমোদন ও মর্যাদাকে উপেক্ষা করে রাষ্ট্রও অনেক ক্ষেত্রেই এই সমস্ত অধিকারকে অক্লেশে অগ্রাহ্য করে।

আন্তর্জাতিক স্তরে কতকগুলি অধিকারকে মানবাধিকার হিসাবে স্বীকার করা হয়েছে। তদনুসারে মানবাধিকার হল ন্যূনতম সেই সমস্ত অধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতা যা মানুষ হিসাবে সকলের সহজাত ও অহস্তান্তরযোগ্য এবং এই সমস্ত অধিকার সকলের লভ্য হওয়া আবশ্যক। অধ্যাপিকা সাবিরা খান (Dr. Sabira Khan) তাঁর *Human Rights in India* শীর্ষক গ্রন্থে মানবাধিকারের অর্থ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন; ''Human Rights are basically the claims of the individuals through out the world, for such conditions which are essential for the development of personality and realization of the innate characteristics without which nobody can seek to be himself at his best. There rights are inherent and inalienable to human beings and are necessary to ensure survival, dignity and personality development of the individual irrespective of race, colour, religion, sex, language, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status.''

তবে ব্যক্তিবর্গের সকল দাবি-দাওয়া মানবাধিকার হিসাবে বিবেচিত হয় না। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ যে সমস্ত দাবি-দাওয়াকে ব্যক্তি-মানুষের ব্যক্তিত্বের বিকাশের অপরিহার্য শর্ত হিসাবে স্বীকার করেছে সেই সমস্ত দাবি-দাওয়া মানবাধিকার হিসাবে পরিগণিত হয়। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ মানবাধিকারের সঙ্গে সঙ্গে কর্তব্যসমূহও নির্ধারণ করে দিয়েছে। সার্বজনীন ঘোষণার ২৯(১) ধারায় বলা হয়েছে : ''Everyone has duties to the community in which alone the free and full development of his personality is possible.''

ঘটেই চলেছে। মানবসভ্যতার ইতিহাসে এ হল পরম

৪৪.২ মানবাধিকারের পটভূমি (Back ground of Human Rights)

প্রাচীনকালে সকল সমাজ ও জীবনধারায় অধিকার ও নীতি সম্পর্কে কিছু কিছু ধারণা বিকশিত হয়েছে। এবং মনে করা হয়েছে যে, এই সমস্ত অধিকার ও নীতিগুলিকে মর্যাদা দেওয়া হবে। সংশ্লিষ্ট অধিকার ও নীতিসমূহের মধ্যে কতকগুলিকে প্রকৃতিগত বিচারে সর্বজনীন বলে মনে করা হয়। মানবসমাজের ইতিহাস জুড়ে এই সমস্ত অধিকার ও নীতির স্বীকৃতি আদায়ের জন্য অসংখ্য সংগ্রাম সংগঠিত হয়েছে। সংগ্রাম হয়েছে সামাজিক, রাজনীতিক, আথনীতিক ও সাংস্কৃতিক নিপীড়নের বিরুদ্ধে এবং অন্যায়-অবিচার ও অসাম্য-বৈষম্যের বিরুদ্ধে। এই সমস্ত সংগ্রাম মানবসভ্যতার ইতিহাসের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। ইতিহাসের এই সমস্ত সংগ্রামের ভিতর দিয়ে কিছু অধিকার ক্রমান্বয়ে বিকশিত হয়েছে। মনে করা হয় যে, মানব জাতির সদস্য হিসাবে প্রত্যেক মানুষেরই এই সমস্ত অধিকার ভোগের হক্ আছে।

মানবাধিকারের ধারণার উৎপত্তি নবজাগরণের যুগে এবং পরবর্তীকালে সভ্যতার আলোকজ্জ্বল অধ্যায়ের মধ্যে নিহিত আছে। ইউরোপের রেনেসাঁ-র মাধ্যমে ধর্মীয় অতীন্দ্রিয় সত্তার পরিবর্তে মানুষের মর্যাদা ও গুরুত্বের উপর জোর দেওয়া হয়। সমাজ-সভ্যতার ইতিহাসের এই পর্ব থেকে মানুষের উপর গুরুত্ব আরোপ শুরু হয়। বিজ্ঞান, দর্শন, সমাজ-সংস্কৃতি সর্বত্রই মানুষকে প্রাধান্য প্রদানের প্রবণতার সূত্রপাত ঘটে। এই সময় মানবতাবাদ প্রাধান্য পায়। মানবতাবাদের মাধ্যমে মানুষের গুণকীর্তন করা হয়, মানুষের মূল্য ও মর্যাদার উপর জোর দেওয়া হয়, মানুষের সৃষ্টিমূলক অসীম ক্ষমতার উপর গভীর বিশ্বাস ও আস্থা আরোপ করা হয় এবং মানুষের অহস্তান্তরযোগ্য অধিকার ও স্বাধীনতাসমূহ ঘোষণা করা হয়। এ প্রসঙ্গে দুটি ঘোষণা বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। এই দুটি ঘোষণা হল আমেরিকার স্বাধীনতা ঘোষণা এবং মানুষ ও নাগরিকের অধিকারসমূহ সম্পর্কে ফরাসি ঘোষণা। এই সমস্ত আন্দোলনের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল স্বৈরাচারমূলক শাসনের অবসান, গণতান্ত্রিক রাজনীতির প্রতিষ্ঠা এবং মানুষের অধিকার ও স্বাধীনতাসমূহের সংরক্ষণ। উনবিংশ শতাব্দীতে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটে। এই আন্দোলনের মাধ্যমে মানবাধিকারের ধারণার ক্রমবিকাশের ক্ষেত্রে নতুন উপাদান সংযুক্ত হয়। সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনে শ্রেণী-শাসনের অবসান এবং সামাজিক ও আথনীতিক সাম্য প্রতিষ্ঠার উপর জোর দেওয়া হয়।

মানবাধিকার সম্পর্কিত সাম্প্রতিক ধারণা এবং তার সর্বজনীন প্রকৃতি ও স্বীকৃতি অতীতের সমৃদ্ধ উত্তরাধিকারের উপর প্রতিষ্ঠিত। বিশেষত বিংশ শতাব্দীর ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে মানবাধিকারের বিষয়টি বিচার-বিবেচনা করা দরকার। বিগত শতাব্দীর প্রায় অর্ধাংশ জুড়ে বিশ্বের একটি বৃহৎ অঞ্চলব্যাপী উপনিবেশিক শাসন-শোষণ অব্যাহত ছিল। এই সময় অনেক দেশেই পীড়নমূলক সরকার, ফ্যাসিবাদী সরকার এবং অসভ্য-আক্রমণমুখী সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। আবার অপরদিকে উপনিবেশগুলিতে জাতীয় মুক্তি-আন্দোলন সংগঠিত হতে থাকে সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন দেশে বিবিধ গণতান্ত্রিক আন্দোলন ও সামাজিক প্রগতিমূলক আন্দোলন সংগঠিত হয়। এ রকম এক পরিবেশ-পরিমণ্ডলের মধ্যে বিশ্বব্যাপী মানবাধিকার জনপ্রিয় হয়ে উঠার পক্ষে এক সহায়ক পরিকাঠামোর সৃষ্টি হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের একেবারে শেষের দিকে মানবাধিকার সম্পর্কিত ধারণাকে সুসংবদ্ধভাবে এবং যথাযথভাবে ব্যক্ত করার ব্যাপারে উদ্যোগ-আয়োজন জোরদার হয়। মানবাধিকারের নতুন ধারণামূলক অভিব্যক্তির সর্বাধিক তাৎপর্যপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল এর সর্বজনীনতা। অতঃপর ফ্যাসিবাদী ও যুদ্ধবাদী যাবতীয় কার্যকলাপের বিরুদ্ধে সংগঠিত বিভিন্ন দেশের ঘোষণায় মানবাধিকারের আদর্শ ও নীতিসমূহ প্রতিফলিত হয়েছে।

মানুষ হিসাবে বাঁচার জন্য একটা সামাজিক পরিবেশ অপরিহার্য। এ রকম পরিবেশেই মানুষের ব্যক্তিত্বের বিকাশ সম্ভব। এই পরিবেশ বা অবস্থার সৃষ্টি করাকেই বলে অধিকার প্রদান। যুগে যুগে চিন্তাবিদ্‌রা

মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিয়েছেন। ১৯৪৮ সালের ১০ ডিসেম্বর সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সাধারণ সভায় 'মানবাধিকার সম্পর্কিত বিশ্বজনীন ঘোষণাপত্র' গৃহীত হয়। এই ঘোষণাপত্রের প্রস্তাবনায় বলা হয়েছে যে, মানব পরিবারের সকল সদস্যের সহজাত এবং সমান ও অপরিত্যাজ্য অধিকারের স্বীকৃতিই হল স্বাধীনতা, ন্যায়বিচার ও বিশ্বশান্তির ভিত্তি। মানবাধিকার অস্বীকৃত ও লঙ্ঘিত হলে পরিণামে বিবিধ অমানবিক কাজকর্ম সম্পাদিত হয়। তার ফলে মানবসমাজের বিবেক আহত হয়। এই কারণে সাধারণ মানুষের সর্বোচ্চ অভিপ্রায় হিসাবে এক বিশেষ জগত গড়ে তোলার কথা বলা হয়েছে। এখানে মানুষের মতপ্রকাশের ও বিশ্বাসের স্বাধীনতা থাকবে এবং ভয় ও অভাবের পীড়ন থেকে মুক্তির স্বাধীনতা থাকবে। আইনের মাধ্যমে মানবাধিকারের সংরক্ষণ স্বীকৃত হবে। তার ফলে মানুষকে অবিচার-অত্যাচারের বিরুদ্ধে শেষ উপায় হিসাবে বিদ্রোহের পথে এগোতে হবে না।